ANECDOTES
FROM
EMINENT LIVES.
PART I.

(A) THEODORE PARKER.
(B) SISTER DORA.

মহৎ জীবনের
আখ্যায়িকাবলী।

প্রথম খণ্ড।

(ক) থিওডোর পার্কার।
(খ) ভগিনী ডোরা।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

২ নং বেণেটোলা লেন, সখা-যন্ত্রে, শ্রীনটবর চক্রবর্ত্তী
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১২৯৫।

গ্রন্থ-সূচনা।

প্রস্তাবিত যে দুটী জীবনী যথাক্রমে "তত্ত্বকৌমুদী" ও "বামাবোধিনী পত্রিকা" হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইতেছে, তন্মধ্যে প্রথমটী, বিগত ২রা জ্যৈষ্ঠ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব-উপলক্ষে, এবং দ্বিতীয়টী বিগত মাঘোৎসব উপলক্ষে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দিরে অভিব্যক্ত হয়। বক্তৃতার ভাবে সম্প্রদায়-বিশেষের জন্য যাহা পঠিত হয়, সম্প্রতি সর্ব্বসাধারণ পাঠকদিগের জন্য তাহা প্রকাশিত হইতে চলিল বলিয়া ইহাতে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক মনে হইয়াছে। দুটী কারণে পুস্তকখানি অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল; সে কারণ দুটী এই—(১ম) যশোহর সম্মিলনী সভা তাঁহাদের নীতি-শিক্ষা বিভাগে এবং কলিকাতা রবিবাসরীয় নৈতিক বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ তাঁহাদের অধীনস্থ বিদ্যালয়ে এই পুস্তক খানি পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন; (২য়) যশোহর সম্মিলনী সভা তাঁহাদের ব্যায়াম পরীক্ষার পুরস্কার দিবার জন্য এই পুস্তকের অনেক খণ্ড চাহিয়াছেন।—এই ব্যস্ততার জন্য পুস্তক মধ্যে দুই একটী মুদ্রাঙ্কর-প্রমাদ লক্ষিত হইতে পারে। ভরসা করি বিজ্ঞ পাঠক এবং বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণ তাহা সংশোধন

করিয়া লইবেন। উপসংহারে স্বীকার করিতেছি যে, এই গ্রন্থলব্ধ উপস্বত্বের কিয়দংশ কোন রূপ দেশ-হিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইবে।

কলিকাতা।
১লা বৈশাখ,
১২৮৯।

শ্রীপ্রমদাচরণ সেন।

থিওডোর পার্কার।

যে মহাত্মার নাম উপস্থিত প্রস্তাবের শিরোভূষণ হইয়াছে, তিনি আমেরিকাব লেক্‌সিংটন নগরে, ১৮১০ খৃষ্টাব্দে, এক দরিদ্র কৃষকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

থিওডোর কৃষকের পুত্র ছিলেন বটে, কিন্তু যে শিক্ষায় মনুষ্যকে প্রকৃত পক্ষে মনুষ্য-নামের উপযুক্ত করে, যে শিক্ষার বলে মনুষ্যের আভ্যন্তরীন পশুবৃত্তি সকল তদীয় দেবভাবের নিকট বশীভূত হইয়া থাকে, যে শিক্ষায় মানুষ আপনাকে ভুলিযা পরের জন্য জীবন-সংগ্রামে অঙ্গ ঢালিতে পারে, থিওডোব সে শিক্ষায় বঞ্চিত হন নাই। অল্প বয়সে বালকদিগের যে অসাধাবণ কৌতূহল-বৃত্তি দেখা যায়, সুশিক্ষকের হস্তে পড়িলে বালকদিগের এই কৌতূহল-বৃত্তি জ্ঞান-লাভের মূল হইয়া উঠে। অনেক সময় অবিবেচক পিতামাতার হস্তে এই নবোন্মেষিত কৌতূহল-প্রবৃত্তি অকালে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া শিশুদিগের জ্ঞান শিক্ষার

সম্যক ব্যাঘাত উৎপাদন করে ; বালক থিওডোরের পক্ষে সৌভাগ্য-ক্রমে এ সব কিছুই ঘটে নাই। পিতা-মাতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান থিওডোর তাঁহাদিগকে যখন যাহা জিজ্ঞাসা করিতেন, ধর্ম্মভীরু পিতা ও ধার্ম্মিকা মাতা কোন সময়েই তাঁহার শিশু-স্বভাব-সুলভ প্রশ্নের সদুত্তর প্রদানে বিরত হন নাই। এইরূপে, উৎকৃষ্ট বিদ্যালয়ে সুশিক্ষা না পাইয়াও, থিওডোর একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর-পরায়ণ পুরুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন

তিনি যে বিদ্যালয়ে পাঠ করিতেন তাহা বহুদূরে স্থিত হইলেও দরিদ্রের সন্তান থিওডোরকে বাধ্য হইয়া ঐ অবৈতনিক বিদ্যালয়ে যাইতে হইত। এক দিবস বিদ্যালয়ে গমন কালীন থিওডোর দেখিতে পাইলেন, একজন প্রাচীন ব্যক্তি তাঁহার দিকে আসিতেছেন, তাঁহার দীর্ঘ শ্মশ্রু শ্বেতবর্ণ হইয়াছে, মুখে স্বর্গীয় আনন্দ প্রতিভাত হইতেছে, সমগ্র শরীর রমণীয় মাধুর্য্যের পরিচয় দিতেছে। তিনি ক্রমে ক্রমে থিওডোরের দিকে অগ্রসর হইলেন, এবং সৎকার্য্য করিতে ইচ্ছা থাকিলে সুন্দর বালকেরা কত সৎকার্য্য করিতে পারে তাহা থিওডোরকে বুঝাইয়া দিলেন। বৃদ্ধের যাহা বলিবার

ছিল তাহা বলা শেষ হইলে পরে বৃদ্ধ যে, কোথায় চলিয়া গেলেন থিওডোর তাহা দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু এই উপদেশ বাক্য থিওডোর কখনই বিস্মৃত হন নাই। বৃদ্ধ কে তিনি জানিতে পারিলেন না; আর কখনও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু আমরা জানি যে ঈশ্বর আপনার প্রিয় দাসদিগের দ্বারা জগতের কার্য্য কবাইয়া লইবাব জন্য বাল্যকাল হইতেই এইরূপে প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি থিওডোর দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। দারিদ্র্য-নিবন্ধন তাঁহার পিতার ভৃত্যাদি ছিল না। অনেক সময় তাঁহাকেই তাঁহার পিতার কৃষি-কার্য্যের সহায়তা করিতে হইত। এইরূপ সহায়-তার জন্য এক দিবস থিওডোর পার্কার পিতার সহিত দূরস্থিত একটী ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। সেই স্থান হইতে একাকী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কালীন তিনি দেখিতে পাইলেন, পথের ধাবে, একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ের নির্ম্মল জলে একটী সুন্দর কচ্ছপ সূর্য্যালোকে ক্রীড়া করি-তেছে। পার্কার আপনাব ক্ষুদ্র হস্তস্থিত ক্ষুদ্র যষ্টি উত্তোলন করিয়া নিরীহ প্রাণীকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। সহসা কিসে যেন তাঁহার ক্ষুদ্র হস্তকে

অবরোধ করিল ; সুস্পষ্ট, পরিষ্কৃত স্বরে কে যেন তাঁহার অন্তঃকরণে ডাকিয়া বলিল "পার্কার, অন্যায় কার্য্য করিও না।" পার্কারের প্রাণে আঘাত লাগিল ; চমকিত মনে তিনি দ্রুতগতি আপনার ধর্ম্মশীলা মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন, এবং সমুদায় ঘটনা আমূল বর্ণনা করিয়া, কে তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিল জানিতে চাহিলেন। তাঁহার মাতা উত্তর করিলেন, "লোকে উহাকে বিবেক বলে, কিন্তু আমি উহাকে মানবাত্মাতে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করি। যদি তুমি এই অন্তরুদ্ভূত বাক্য প্রতিপালন করিয়া চল, তাহা হইলে এই বাক্য দিন দিন সুস্পষ্টতররূপে শ্রুত হইবে, এবং জীবনের কঠিন পথে একমাত্র অভ্রান্ত অবলম্বন হইবে। যদি অগ্রাহ্য কর, তাহা হইলে কিছুদিন পরে আর শুনিতে পাইবে না।" পার্কার মাতার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে জীবনে কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই ; এই তীব্রধার বিবেকের অনুবর্ত্তী হইয়াই পাকার জগতে যশস্বী হইয়া গিয়াছেন।

উত্তরকালে যিনি যে প্রকার লোক হন, বাল্যকালেই অনেক লক্ষণ দ্বারা তাহা জানিতে পারা যায়। থিওডোর পার্কার ভবিষ্যৎ জীবনে ধর্ম্মাচার্য্য হইবার উপ-

যুক্ত শিক্ষা বাল্যকাল হইতেই লাভ করিতে আরম্ভ করেন। ইঁহার শিক্ষার সময় কিরূপ ভাবে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা জানিতে অনেকেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে।

দরিদ্র বলিয়া তাঁহার এমন অর্থ-সঙ্গতি ছিল না যে, বিদ্যালয়েব বেতন ও পুস্তকাদির ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। সুতরাং থিওডোর বাধ্য হইয়া একটী বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিতে হয়। এই পদ গ্রহণ সম্বন্ধে একটী আমোদজনক গল্প আছে। আমাদের দেশে যেমন প্রধান রাজকার্য্য সকল উচ্চ-বংশীয় মহোদয়গণের সম্পর্কীয় ব্যক্তিদিগকেই প্রদান করা হয়, পুরাকালে আমেরিকার কোন কোন স্থলেও সেইরূপ হইত। জনৈক প্রাচীন ভদ্র লোকের প্রতি এই শিক্ষক-পদের জন্য লোক নির্ব্বাচন কবিবার ভার ছিল। থিওডোর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে, প্রাচীন জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?"—থিওডোর বলিলেন, "আমার নাম পার্কার।" ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন, যে পার্কার আমেরিকার স্বাধীনতার জন্য, লেক্‌সিংটনের যুদ্ধক্ষেত্রে সর্ব্ব প্রথম অস্ত্র ধারণ করেন, তুমি কি তাঁহার পুত্র?

পার্কার বলিলেন—"আজ্ঞে না, আমি তাঁহার পৌত্র।" "ওঃ, তবে তোমার দ্বারা কার্য্য বিলক্ষণ চলিবে।" যাহা হউক, এই রূপে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া পার্কার যে সময় পাইতেন, তাহাই স্বকীয় ভবিষ্যজ্জীবনের উপযোগী শিক্ষাতে ব্যয় করিতেন। তিনি কিরূপ কঠোব পবিশ্রম করিতেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। এক জন গৃহ-স্বামিনীর একটী ক্ষুদ্র গৃহে পার্কার বাস করিতেন। তথায় একটী যুবকও থাকিতেন ;—যুবকটীর বংশী-বাদন করা অভ্যাস ছিল। পার্কার অধ্যয়নের ব্যাঘাত হয, বুঝাইযা দিলেও যুবক তাহাতে ক্ষান্ত হইতেন না, বলিতেন, "তুমি আমা অপেক্ষা অধিক ভাড়া দাও না, তবে তোমার আমাকে নিষেধ করিবার অধিকাব কি ? নিরুপায ভাবিযা পার্কার রাত্রি দশ ঘটিকা পর্য্যন্ত বংশী-ধ্বনির উৎপাত সহ্য করিতেন, এবং ঐ সময় যুবক নিদ্রাগত হইলে, সমুদায় তৈল নিঃশেষ কবিয়া অধ্যয়ন কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। গৃহ-স্বামিনী যত তৈল প্রদান করিতেন প্রত্যুষে আসিয়া দেখিতেন, তৈলাধার শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে, প্রদত্ত তৈলের এক বিন্দুও আধারে নাই।

এই অসাধারণ শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ

স্মরণশক্তি তাঁহাকে বিলক্ষণ সাহায্য করিয়াছিল। কথিত আছে, কৃষ্ণবর্ণ মনুষ্যগণের আদি পুরুষ কে এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হওয়াতে থিওডোর পার্কার বলিলেন, "অমুক ভদ্রলোক যে কাফ্রীদিগকে আদমের সন্তান কেনের বংশোদ্ভব বলিলেন, তিনি একথা গ্রোটীয়স কৃত 'ডি ভেরিটাটে' নামক পুস্তকে পাইয়াছেন। উক্ত পুস্তকের অমুক পৃষ্ঠার অমুক অংশে এই কথা লিখিত আছে।" পার্কারের বন্ধুগণ জিজ্ঞাসা করিলেন "কোন বিশেষ কারণে কি ঐ স্থানটী আপনার স্মরণ আছে?" পার্কার উত্তর করিলেন "না, পুস্তকের অন্যান্য অংশের ন্যায় ঐ অংশও মনে আছে,—বিশেষ কোন কারণে নহে।"

আর একবার কোন পুস্তকের লিখিত একটী বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াতে, এবং আমেরিকার কোন স্থানেই ঐ পুস্তক না পাওয়াতে, তিনি ইটালী দেশের ভিনিশ নগরে জনৈক বন্ধুকে এইরূপ একখানি পত্র লেখেন:—"আপনি অনুগ্রহ করিয়া ডিউকের পুস্তকাগারে গিয়া আমার জন্য অমুক পুস্তক হইতে উপস্থিত বিষয়ের মীমংসাটী লিখিয়া পাঠাইবেন। পুস্তক খানি অমুক গৃহের, অমুক স্থানের, অমুক আলমারীর তৃতীয়

স্তরের পঞ্চম স্থানীয়। উক্ত পুস্তকের মধ্যে অমুক পত্রাঙ্কে আমার প্রস্তাবিত বিষয়ের মীমাংসা পাইবেন।"

এই অসাধারণ স্মরণ শক্তির সাহায্যে, অন্তর্নিহিত ঐশ্বরিক বুদ্ধি-বৃত্তির বলে, থিওডোর পার্কার চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রমের পূর্ব্বে চতুর্ব্বিংশতিটী বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করেন, এবং আপন ক্ষণস্থায়ী জীবনে স্বীয় পুস্তকাগারস্থিত অত্যাবশ্যকীয় একাদশ সহস্র পুস্তক সম্যকরূপে অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা লাভ করিয়া থিওডোরের মনশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল ; তিনি প্রচলিত খৃষ্টীয় ধর্ম্মের ভ্রান্তি পরিষ্কার রূপে দেখিতে পাইলেন, এবং বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ দেশ মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

বলা বাহুল্য, এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়া, পার্কারকে হিমালয়ের ন্যায় বাধা, বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইল। সমগ্র আমেরিকার ধর্ম্ম-প্রচারকগণ, দুই একটী ব্যতীত একবাক্যে তাঁহার প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। "নাস্তিক, অবিশ্বাসী, মানব-জাতির শত্রু, রাজ্যের উচ্ছেদাকাঙ্ক্ষী" প্রভৃতি মধুময় সম্বোধন তাঁহাকে অহরহ শুনিতে হইল ;—পার্কার কিছুতেই ভীত, বিচলিত, বা আপন কর্ত্তব্যপথ হইতে স্খলিত হইলেন

না। নরনারী, বালক, বৃদ্ধ, যুবক সকলেই তাঁহাকে "নাস্তিক, অবিশ্বাসী" বলিত,—কেন বলিত, অনেকে তাহা জানিত না—অনেকে পার্কারকে চিনিত না, ভয়ে তাঁহার উপদেশ শুনিত না, তবুও তাঁহাকে "অবিশ্বাসী" বলিত। এ সম্বন্ধে একটী সুন্দর গল্প আছে এক দিবস পার্কার, অপর একজন ধর্ম্মাচার্য্যের বেদী হইতে উপদেশ প্রদান করিতেছিলেন,—ঈশ্বরের কীর্ত্তিকলাপ, তাঁহার অপার করুণা, প্রভৃতির বিষয় পার্কার এমন সুন্দর রূপে বিবৃত করিলেন যে, অতিশয় কঠিন হৃদয়ও গলিয়া গেল। অনেকেই জানিত না, তিনি থিওডোর পার্কার। এক বৃদ্ধা নারী আশ্চর্য্য মনে উপদেশ শ্রবণ করিয়া উপাসনালয় হইতে বহির্গমন সময়, শ্রুতস্বরে এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে; 'নাস্তিক থিওডোর পার্কার যদি এই উপদেশ শ্রবণ করিত, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই আর অবিশ্বাসী থাকিতে পারিত না।" যে যাহা হয় বলুক,—পার্কার কিছুই ক্ষতি বৃদ্ধি গণনা না করিয়া আপনার ধর্ম্ম মত সকল অসাধারণ উৎসাহের সহিত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। ধর্ম্মজীবনকে তিনি কত উচ্চ মনে করিতেন, তাহা তাঁহার প্রত্যেক উপদেশে শ্রুত এবং

উন্নত জীবনে দৃষ্ট হইয়াছে। এক সময় উপদেশ দিতে দিতে তিনি বলিয়াছিলেন "তোমরা ভলটেয়ার, লাপ্লাসের কথা বলিতেছ? তোমরা বলিতেছ তাঁহারা সাধারণ মনুষ্য অপেক্ষা অনেক মহৎ ছিলেন? একথা স্বীকার করি। তাঁহাদের অসাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্যের নিকট আমি মস্তক অবনত করি, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্রগত হীনাবস্থাকে আমি পদে দলিত করিবার উপযুক্ত মনে করি। এই উপাসনা মন্দিরের একপার্শ্বে ঐ যে দরিদ্রা নারী বসিয়া আছেন, যিনি সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে, সুস্থতায়, অসুস্থতায় স্বামীর অনুবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার ধর্ম্ম পথের সহায় হইয়াছেন, ইহাঁর প্রখর বুদ্ধি না থাক্, ইনি ছিন্ন-বস্ত্র পরিহিতা হউন, তোমার পাণ্ডিত্যাভিমানী ভল্‌টেয়ার ও লাপ্লাসের পুঞ্জীকৃত জীবনও ইহাঁর জীবনের সমান হইতে পারে না।"

"মহাত্মা ঈশা আমাদেরই জন্য মরিয়াছিলেন" বলিয়া খৃষ্টীয়ানেরা যে গৌরব করেন, তচ্ছ্রবণে পার্কার বলিয়াছিলেন "খৃষ্ট তোমার জন্য মরিয়াছেন, তাহাতে তোমার গৌরব কি? আমেরিকার একজন সামান্য সৈনিক বিংশতি মুদ্রার লালসায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পরি-

ত্যাগ করে। খৃষ্টের মৃত্যুর জন্য গৌরব করিও না, কিন্তু তোমাদের পরিচালনার জন্য যে আদর্শ জীবন রাখিয়া গিয়াছেন, তাহারই গৌরব কর।"

পার্কার যৎকালে এইরূপে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে নিযুক্ত ছিলেন, সেই সময়ে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ প্রদেশে একটি ভয়ানক কুপ্রথা প্রচলিত ছিল। উক্ত প্রদেশের উত্তর বিভাগে তত অধিক ছিল না, কিন্তু দক্ষিণ বিভাগে বহুল পরিমাণে কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি ইতর প্রাণীর ন্যায় ক্রয় বিক্রয় হইত। বিদ্বান, ধার্ম্মিক, উন্নত পদবীস্থ সকলেই এই কুপ্রথার পক্ষ সমর্থন করিতেন। যেরূপ নৃশংসতা পূর্ব্বক এই ঘোর নৃশংস মানুষ বিক্রয়ের ব্যবসা চালান হইত, তাহা শ্রবণ করিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না এবং শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠে। যাহা হউক, অচির-কাল-মধ্যে পার্কারের জ্বলন্ত চক্ষু এই দিকে পতিত হইল, আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। যাহার আত্মা অমর, আমারই মত যে সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারে, ঈশ্বরের অনন্ত স্বর্গ রাজ্যে যাহার অধিকার, কেবল কৃষ্ণ বর্ণ বলিয়া তাহাকে ইতর জন্তুর ন্যায় ক্রয় বিক্রয় করা হইবে, ইহা থিওডোরের প্রাণে সহ্য হইল না। তিনি এই কুপ্রথার

বিরুদ্ধে স্বীয় জ্বলন্ত বক্তৃতার অগ্নিময় বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, আটলাণ্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত সমগ্র আমেরিকা কাঁপিয়া গেল। দাস ব্যবসায়ী, ক্রীতদাস প্রথার পক্ষপাতী ব্যক্তিগণ দলবদ্ধ হইয়া পার্কারকে নিগ্রহ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এদিকেপার্কারও সংবাদ পত্রের স্তম্ভে, উপাসনালয়ের উপদেশে, প্রকাশ্য বক্তৃতায়, বন্ধুবান্ধবদিগের গোষ্ঠিতে ক্রমাগত আপনার মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। একবার উইলমিংটন নামক নগরে পার্কারকে বক্তৃতা করিতে নিমন্ত্রণ করা হয়। পার্কার 'দাস ব্যবসায়' সম্বন্ধে বলিবেন, শুনিয়া নিমন্ত্রণকারী ভদ্রলোক তাঁহাকে নিষেধ করেন। পার্কার নিষেধ শুনিলেন না। তন্নগরবাসী সকলেই বক্তৃতার বিষয় জানিতে পারিয়া পরামর্শ করিয়া আসিল, পার্কারকে শাস্তি দিতে হইবে। যথা সময়ে পার্কার আপনার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তিনি এমনি যুক্তি-শৃঙ্খলা দ্বারা আপনার বক্তব্য বিষয় প্রতিপন্ন করিলেন যে, যাহারা এতক্ষণ পর্য্যন্ত পার্কারকে শাস্তি দিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছিল বক্তৃতা সমাপনান্তে তাহাদেরই মধ্যে একজন দণ্ডায়মান হইয়া প্রস্তাব করিল যে, থিওডোর পার্কার যে

সুন্দর বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন তজ্জন্য সভা হইতে তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করা হয়। সভাস্থ কেহই এই প্রস্তাবেব প্রতিবাদ কবিতে সাহসী হইল না।

এইরূপে পার্কার কেবল যে বক্তৃতা কবিয়াই নিরস্ত ছিলেন, তাহা নহে। দক্ষিণ বিভাগ হইতে যে সকল হতভাগ্য কৃষ্ণকায পুরুষ বা বমণী পলায়ন করিয়া আসিত, পার্কাব একটী সভা সংগঠিত করিয়া, তাহার সভ্যদিগের সাহায্যে এই দাসদিগকে আশ্রয় দিতেন, এবং গোপনে ইংরাজাধিকৃত দেশে পাঠাইয়া দিতেন।

এই সুযোগে দক্ষিণ প্রদেশেব অনেক দাস স্বাধীন হইয়া গেল,—দক্ষিণ প্রদেশবাসী আপামর সাধাবণের, বিশেষতঃ দাস-ব্যবসাযীদিগেব আব ক্রোধেব সীমা রহিল না।

অচিবকাল মধ্যে উত্তব ও দক্ষিণ বিভাগে যুদ্ধ বাঁধিবাব উপক্রম হইল, তখন উত্তব-প্রদেশ-নিবাসী সুবিখ্যাত ব্যবহাবশাস্ত্রজ্ঞ, থিওডোব পার্কারের পরম-প্রিয়বন্ধু, ডানিয়েল ওয়েবষ্টাবের উদ্যোগে এই মর্ম্মে একটী রাজবিধি প্রণযন কবা হয়, যে অতঃপব যে ব্যক্তি দক্ষিণ প্রদেশের পলাতক দাসকে আশ্রয দিবে, তাহাকে দুই সহস্র মুদ্রা অর্থ দণ্ড এবং ছযমাস কারাবাস ভোগ

করিতে হইবে। থিওডোর পার্কার যখন এই কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার চক্ষে জলধারা দেখা দিল; ধীরে ধীরে স্বীয় পুস্তকাগারে প্রবেশ করিয়া, পার্কার প্রাচীর-সংলগ্ন প্রিয় ওয়েবষ্টারের চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তিখানি অবতারিত করিলেন, এবং খেদপূর্ণ স্বরে বলিলেন "ডানিয়েল ওয়েবষ্টার, যদি দেখাইবার হইত, তাহা হইলে এই হৃদয় খুলিয়া দেখাইতাম, তাহাতে এতদিন পর্য্যন্ত কতদূর প্রণয়ের সহিত তোমাকে পোষণ করিয়াছি। আজ হইতে তুমি আর আমার বন্ধু নও। আজ বুঝিলাম, স্বর্গের সিংহাসন অপেক্ষা প্রেসিডেণ্টের সিংহাসন তোমার নিকট অধিক প্রার্থনীয় মনে হইয়াছে। যাও, যে ক্রীত-দাস প্রথার পক্ষপাতী, তাহার সহিত আমার বন্ধুতা সম্ভবে না।" এই বলিয়া পার্কার বিষণ্ণ হৃদয়ে চিত্রখানি চুম্বন করিলেন, এবং তাহাকে চক্ষুর অন্তরালে রাখিয়া দিলেন। কেবল ইহা করিয়াই পার্কার ক্ষান্ত হইবেন না। পরদিন রবিবারে তিনি

* আমেরিকার প্রধানতম রাজপুরুষের নাম 'প্রেসিডেন্ট।' —ইনি ক্ষমতায় প্রায় অন্যান্য দেশের রাজার ন্যায়, কিন্তু দেশীয় লোকেরাই ইহাঁকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য মনোনীত করেন।

তাঁহার উপাসক মণ্ডলীর সকলকে এই উপলক্ষে বিশেষ ভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন, এবং উপসংহারে বলিলেন, 'আমি, তোমাদের ধর্ম্মাচার্য্য, তোমাদিগকে ঈশ্বরের নামে এই আদেশ করিতেছি যে, তোমরা এই নিরীশ্বর রাজবিধি কেহই গ্রাহ্য করিও না। সুবিধা পাইলেই এই অমানুষিক রাজবিধিকে পদে দলিত করিতে ছাড়িও না।" এই সময় উইলিয়ম ক্রাফ্‌ট্, এবং এলেন ক্রাফ্‌ট্ নামক দাস দম্পতী উত্তর বিভাগে আশ্রয় গ্রহণ করে। পার্কার নিজ গৃহে তাহাদিগকে আশ্রয় দিলেন এবং দিবা রজনী স্বীয় গৃহ রক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। অনেক সময় তাঁহাকে পিস্তল প্রস্তুত করিয়া, এবং নিষ্কোষিত তরবার সম্মুখে রাখিয়া কার্য্য করিতে হইত। এইরূপে কয়েকদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে থিযডোর সংবাদ পাইলেন, দাস-ব্যবসায়ী কয়েকজন ব্যক্তি উইলিয়ম ও এলেনকে বন্দী করিয়া লইতে আসিযাছে। পার্কার একটী কৌশল উদ্ভাবন করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একখানি বৃহৎ কাগজে কতকগুলি কথা লিখিয়া তাহা মুদ্রিত করিলেন, এবং সেই রাত্রিতেই বোষ্টন নগরের পথে পথে প্রকাশ্য স্থানে সংযুক্ত করিযা দিলেন। রজনী

প্রভাত হইল,—বোষ্টন নগরবাসী জাগিয়া দেখিল, পথে, মাঠে, ঘাটে, সকল স্থানেই লেখা রহিয়াছে "বোষ্টন নগরবাসী, সতর্ক হও। দাস ব্যবসায়ীরা তোমাদের নগর হইতে শরণাগত ব্যক্তিকে কাড়িয়া লইতে আসিয়াছে। ঐ দেখ, দাস-ব্যবসায়ী যাইতেছে; উহার এইরূপ নাক, এইরূপ চক্ষু, এইরূপ ঠোঁঠ, এইরূপ মুখ,—সতর্ক হও, সাবধান! সাবধান!! সাবধান!!!" বলা বাহুল্য, পার্কারের সুন্দররূপ বর্ণনাতেই আলেখ্যের কার্য্য করিয়াছিল, সুতরাং দাস-ব্যবসায়ীগণ গৃহ হইতে রাজপথে বহির্গত হইবামাত্র শত শত নাগরিক লোক তাহাদের পশ্চাতে পশ্চাতে টীট্‌কারি দিতে লাগিল, কেহ কেহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর নিক্ষেপ করিতেও ছাড়িল না। সকলেই বলিতেছে, "ঐ দাস ব্যবসায়ী" "ঐ দাস ব্যবসায়ী",—অবশেষে অনন্যোপায় ভাবিয়া দাসব্যবসায়ীগণ এক হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এতক্ষণে সকল গোলমালের মূল থিওডোর পার্কার উপস্থিত হইলেন। তাঁহার মুখ গাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ,—যেন তিনি এ গোলমালের কিছুই জানেন না! পার্কার উপস্থিত হইবামাত্র সেই অসাধারণ জনতার মধ্যে তাঁহার জন্য পথ প্রস্তুত হইল। তিনি ধীরে ধীরে

হোটেলে প্রবেশ করিলেন, এবং দাসব্যবসায়ীদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন,—"দেখুন, আমি এক জন ধর্ম্ম-প্রচারক, নবশোণিত-পাত আমাব নিকট প্রার্থনীয় নয়; অতএব যদি কল্যাণ চান, অচিরাৎ এখান হইতে প্রস্থান করুন। আমি এই সকল লোককে বলিয়া কহিয়া ক্ষান্ত কবিতেছি।" দাসব্যবসায়ীগণ প্রথম জোব করিয়াছিল, কিন্তু আব উপায় নাই দেখিয়া কোন মতে প্রাণ বাঁচাইয়া তদ্দণ্ডেই বোষ্টন নগর পবিত্যাগ করিল।

পার্কার গৃহে আসিয়া উইলিয়মকে এবং এলেনকে নিকটে ডাকিলেন, এবং তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে*পাঠাইয়া দিবাব পূর্ব্বে শেষ উপহাব স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ এক খানি বাইবেল এবং এক খানি উন্মুক্ত তরবারি প্রদান কবিলেন,—বলিলেন "এই পুস্তক খানি তোমাদেব উভয়েব আত্মাব উপকাবেব জন্য ব্যবহার কবিও, এই অস্ত্র খানি তোমাব নিজেব জন্য কখনও ব্যবহার করিও না, কিন্তু তোমার স্ত্রী তোমার উপব নির্ভর করিতেছেন, যদি কোন পাষণ্ড দাস-ব্যবসায়ী তোমাব অবলা স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক দাসত্বে লইয়া যাইতে চায়, তখন

* ইংলণ্ডে ইতিপূর্ব্বেই ক্রীত দাস-প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল।

নরশোণিতের প্রতি দৃক্‌পাতও করিও না! আমি, তোমার ধর্ম্মাচার্য্য,—তোমাকে বলিতেছি, ইহাতে ঈশ্বরেব চক্ষে তুমি কিছুমাত্র নিন্দনীয় হইবে না!” এই বলিয়া পার্কার তাঁহাদিগকে গোপনে ইংলণ্ডে পাঠাইয়া দিলেন।

পার্কারের সত্য-প্রচার সম্বন্ধে অসাধরণ সাহসের কথা যতই কীর্ত্তিত হয ততই আরও শুনিতে ইচ্ছা করে। সহস্র লোক বিরুদ্ধবাদী, তবুও পার্কার অটল, কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মবলেব কি অসাধাবণ গুণ! এক দিবস নিউইয়র্ক নগরে ক্রীতদাস-প্রথার পক্ষে একটী প্রকাণ্ড সভা হইয়াছিল। সভার প্রধান অনুষ্ঠান-কর্ত্তাদিগের সহিত, সংবাদ পত্রের স্তম্ভে পার্কারের অনেক দিন পর্য্যন্ত সংগ্রাম চলিতেছিল। যখন পার্কার শুনিলেন, ইহাঁরাই সভা কবিবেন, তখন স্বীয বন্ধুগণের নিষেধ সত্বেও পার্কার গৃহে থাকিতে পারিলেন না। তিনি সভায় উপস্থিত হইলেন এবং বৃহৎ সোপানমঞ্চের অর্থাৎ galleryব ঊর্দ্ধতম স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অনেকেই অনেক কথা কলিয়া দাস-ব্যবসায়ের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। এক জন বক্তা ইতিপূর্ব্বে অনেক বার থিওডোরের সহিত লিপিগত বিসম্বাদে

পরাভূত হইয়া এই সভায বলিবার জন্য একটী নূতন যুক্তির কথা ভাবিয়া আসিযাছিলেন। তিনি আপন যুক্তিটী বলিলেন, চারিদিকে আনন্দ ধ্বনি পড়িয়া গেল। উৎসাহ পাইয়া বক্তা বলিয়া উঠিলেন "নাস্তিক থিওডোর পার্কাব এ যুক্তিতে কি বলিত, শুনিতে ইচ্ছা হয়।" বক্তা জানিতেন না যে দুষ্টেব ত্রাস, দুস্মতিব মতিভ্রংশ-কারী, ঈশ্বরের প্রিয়দাস, থিওডোব সেই সভা মণ্ডপেই উপস্থিত ছিলেন। বীবের ন্যায় থিওডোব স্বীয় আসন হইতে গাত্রোত্থান কবিলেন, এবং গগন-স্পর্শী স্বরে কাপুরুষের মনকে বিকম্পিত কবিযা বলিলেন,— "শুনিতে সাহস হয়,—শোন আমাব এ যুক্তিতে কি কর্ত্তব্য আছে।"—চাবিদিক হইতে চীৎকাব উঠিল, "উপর হইতে ফেলিয়া দাও," "মাবিয়া ফেল।"— থিওডোর পার্কাব আপনাব বিশাল বক্ষঃস্থল প্রসারিত করিযা দণ্ডাযমান হইলেন, এবং একবাব দক্ষিণে একবাব বামে কঠোব বজ্রাগ্নিবর্ষী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, 'কাপুরুষগণ, আমাকে মাবিবে, আমাকে ফেলিয়া দিবে? তোমাদেব সে সাহস নাই; যাহারা পদাশ্রিত, শরণাগত, অনন্যোপায় মনুষ্যেব প্রতি পশুর মত ব্যবহার কবিয়া তাহাকেই পৌরুষ মনে করে,

তাহাদের সে সাহস নাই। আমার একটী কেশও তোমরা স্পর্শ করিতে পারিবে না।" এই অসম-সাহসিকতায় সকলে চমকিত হইল। কাহারই বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল না। পার্কার আপনার অগ্নিময় বক্তৃতা বর্ষণ করিয়া ক্রীত-দাস-প্রথার অপকারিতা বর্ণন করিলেন, এবং গর্ব্বিত সিংহ যেরূপ একটী পশুকে পরাভব করিয়া সদম্ভে স্বীয় গন্তব্য পথে গমন করে, পার্কারও সেইরূপ ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাবে সহস্র সহস্র ভ্রান্তমতি মনুষ্যকে চিত্রার্পিত পুত্তলি অথবা মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পের ন্যায়, নির্জীবভাবে রাখিয়া ঈশ্বরের অপরাপর কার্য্য করিবার জন্য গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।

এক দিকে ক্রীতদাস-প্রথার বিরুদ্ধবাদী, অপর দিকে প্রচলিত ধর্ম্ম-মতের বিরুদ্ধবাদী, এই উভয় কারণে পার্কারের অনেক শত্রু হইয়াছিল। তাঁহার ধর্ম্ম-মতের জন্য যাঁহারা তাঁহার শত্রু হইয়াছিলেন, তাঁহারা যখন দেখিলেন, থিওডোর পার্কারকে কোনও উপায়ে দমন করা যায় না, তখন তাঁহারা পরামর্শ করিলেন, এ বিষয়ে একবার ঈশ্বরের নিকট আবেদন করিয়া দেখিবেন। এই স্থির করিয়া তাঁহারা অনেকে এক শনিবার একত্রিত হইলেন, এবং থিওডোর পার্কার

যে দেশের অপকার করিতেছেন তাহার প্রতিবিধানের জন্য তিন চারি জন নিম্ন-লিখিত-রূপ প্রার্থনা করিলেন:—

১। "হে ঈশ্বর, এই ব্যক্তির যদি সৎপথে আসিবার এখনও সময় থাকে, তবে ইহাকে তোমার প্রিয় পুত্রের* রাজ্যে আনয়ন কর। আর যদি সম্ভব না থাকে, তবে ইহাকে তুমি স্থানান্তরিত কর, ইহার ক্ষমতা ও শক্তি ইহার সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হউক।"

২। "হে ঈশ্বর, আজ শনিবার। অদ্য অপরাহ্নে তুমি তাহার পাঠাগারে গিয়া, তাহার বুদ্ধি ধ্বংশ কর, যাহাতে আর কল্য সে কিছুই বলিতে না পারে। অথবা সে যদি নিতান্তই তোমার পবিত্র দিনকে কলঙ্কিত করিতে সাহসী হইয়া উপাসনালয়ে উপস্থিত হয়,— সেই খানেই, হে ঈশ্বর, তার সব বুদ্ধি-বৃত্তি লণ্ড ভণ্ড করিয়া দিও, যেন সে আর কিছুই বলিতে না পারে।"

৪। হে ঈশ্বর, আমরা জানি, আমরা পার্কারের

---

*ঈশা খৃষ্ট। খৃষ্টীয়ানেরা বিশ্বাস করে—ইনি স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও পাপীর পরিত্রাণের জন্য মনুষ্যরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহারা ঈশ্বরের নিকট যত প্রার্থনা করেন, সকলই এই ঈশার নামে করেন, অন্যথা, তাঁহাদের বিশ্বাস, ঈশ্বর কোন প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন না।

সঙ্গে তর্ক করিয়া পারিব না। যতই আমরা তাহার বিরুদ্ধে বলি, লোকে ততই তাহার কথা শুনিতে যায়, এবং ততই তাহাকে অধিক শ্রদ্ধা করে। কি করিব! হে প্রভু, যদি তুমি এ বিষয়ে মনোযোগ না কর, তবে বোষ্টন নগরের কি দশা হইবে?

৪। হে প্রভু, যদি এই ব্যক্তি নিতান্তই প্রকাশ্যে বক্তৃতা করিতে সাহসী হয তবে তুমি শ্রোতাদিগকে সাধারণ লোকদিগকে এই সুমতি দেও যেন তাহারা পার্কারকে ছাড়িযা আমাদিগেব এই গৃহ পূর্ণ কবে।"

৫। "হে সর্ব্বশক্তিমান পিতা, তুমি পার্কারের যুগল দন্ত-পাটীতে একটী লৌহ শলাকা বিদ্ধ করিয়া দেও, যেন সে আব কথা কহিতে না পারে।"*

এইরূপ প্রার্থনার পর কি পার্কারের বিপদ না হইয়া যায়!!! এই ঘটনাব কিছুকাল পরেই, অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য পার্কারেব ক্ষয়কাশ রোগ জন্মে। চিন্তাশীল জগৎ বিষণ্ণ হইল, কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত প্রার্থনাকাবী ব্যক্তিগণের অপাব আহ্লাদ, তাঁহারা প্রচার

* এই প্রার্থনাটী কবা হয় নাই, কিন্তু একজন ধর্ম্মপ্রচাবক এইরূপ প্রার্থনা কবিতে ইচ্ছুক ছিলেন। সবল মনের কামনাই প্রার্থনা, সুতবাং ইহাকেও অন্যান্য প্রার্থনার ন্যায় এই স্থলে গ্রহণ করা গেল।

করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না যে, পার্কারের পতনের মূল তাঁহাদের প্রার্থনা।

পীড়িত হইয়া পার্কার চিকিৎকের পরামর্শ-ক্রমে ইয়ুরোপ প্রদেশের স্থানে স্থানে ভ্রমণ করিলেন। যৎ-কালে রোম নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল। কোন্ স্থানে তিনি রহিয়াছেন, জানিতে পারিয়া, পার্কার চঞ্চল হইয়া উঠিলেন এবং বলিলেন "এই স্থান রাজ-অত্যা-চার, পৌরহিত্যের অত্যাচার*, উভয় পীড়নে জর্জ্জরিত আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও। দাসদিগের দেশে যেন আমার প্রাণ না যায়, আমার শরীর যেন স্বাধীন ক্ষেত্রে বিশ্রাম লাভ করিতে পারে।" পাঁচদিন পরে তাঁহারা ফ্লোরেন্স নগরে উপনীত হইলেন। যখন পার্কার বুঝিতে পারিলেন, অত্যাচারীর দেশ ছাড়িয়া আসি-য়াছেন; তখন, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ন্যায় তাঁহার মুখ-কান্তি স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া উঠিল। মৃত্যুর পূর্ব্বাবস্থা উপ-স্থিত হইল। ভারতের হিতৈষিণী কুমারী কব্ তৎকালে

* রোমের পোপগণ ধর্ম্মবিষয়ে তৎশ্রেণীস্থ সকলের শীর্ষ স্থানীয়; তাঁহারা যাহা ব্যবস্থা করেন, তাহাই অবনত মস্তকে প্রতিপালিত হয়।

তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পার্কারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার শেষ বক্তব্য কিছু আছে?"— পার্কার ক্ষীণ অথচ সুস্পষ্ট স্বরে উত্তর করিলেন, "আমি মরিতে ভয় করি না। কিন্তু ঈশ্বর আমাকে অনেক ক্ষমতা দিয়াছেন, তাহার অর্দ্ধেকমাত্র ব্যবহার করিয়াছি। এক থিওডোর পার্কার এখানে মরিতেছে বটে, কিন্তু আর এক পার্কার আমেরিকায় চিরকাল জীবিত থাকিয়া কার্য্য করিবে।"—এই কথা বলিতে বলিতে ক্ষীণস্বর ক্ষীণতর হইয়া আসিল, চক্ষু মুদ্রিত হইল— পার্কারের অমরাত্মা দেহাবাস পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ ধামে প্রস্থান করিল। (১০ই মে, ১৮৬০)

পার্কারের জীবন শেষ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কার্য্য এখনও শেষ হয় নাই! তাঁহার জ্বলন্ত জীবনের বিস্ময়কর আখ্যায়িকা সকল যে পাঠ করিয়াছে সেই উপকৃত হইয়াছে। হে বঙ্গীয় যুবক, যদি দেশকে উন্নত দেখিতে চাও, বৃথা বাক্যব্যয় করিয়া কি হইবে? একবার পার্কারের সত্য-প্রিয়তা, এবং সত্য প্রচারে অকুতোভয়তা হৃদয়-ভাণ্ডারে সঞ্চয় কর;—দেখিবে দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা সূর্য্যসম্মুখীন কুজ্ঝটিকার ন্যায় কোথায় চলিয়া যাইবে।

ভগিনী ডোরা।

যে দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, সূর্য্যকে সে দিন জগতের কেহই দেখিতে পায় না, অথচ সূর্য্যের কার্য্যের বিশ্রাম নাই। কেহ দেখুক আব না দেখুক, কেহ সাধুবাদ করুক আব না করুক, সূর্য্য আপনার কর্ত্তব্য সংসাধন কবিয়া দিন রাত্রি ঘুবিতেছে। এ জগতে কি এরূপ জীবন নাই যাহা এই সূর্য্যের ন্যায় জগদ্বাসীর প্রশংসা বা নিন্দা, অনুবাগ বা বিরাগ, এ সকল নিবপেক্ষ হইয়া আপনার শক্তি জগতের কোটী কোটী চক্ষুর অগোচরে নিয়োজিত করিয়া গিয়াছে? এ পৃথিবীতে অনেক রণমত্ত সৈনিক বক্তস্রোতে আপনাব জীবন-তরি ভাসাইয়া যশের মন্দিবে উপনীত হইয়াছে, জগৎ তাঁহাদিগকে চিনিয়াছে এবং ভূযসী প্রশংসাও কবিয়াছে। এ পৃথিবীতে অনেক লোক ঈশ্ববদত্ত অসামান্য বুদ্ধির সহায়তায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত কবিতে প্রয়াস পাইয়াছে; জগৎ শতমুখে তাঁহাদের মহিমা গান কবিয়াছে। কিন্তু কোথায় কোন্ নির্জ্জন স্থানে কোন্ পুষ্পটী প্রস্ফুটিত হইয়াছে, গন্ধে চারিদিক আমোদিত করিতেছে—পৃথিবী

অনুসন্ধান করিতেছে না, তাহার অস্তিত্বের সংবাদ কেহ লয় না।

প্রায় তিন বৎসর গত হইল ইংলণ্ডের অন্তর্গত ষ্টাফোর্ড প্রদেশে একজন ভদ্রমহিলা রোগশয্যায় শয়ান ছিলেন। তাঁহার অধিক দিন বাঁচিবার আশা ছিল না. তথাপি তাঁহার প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র ক্লেশের বা ভয়ের চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই। তিনি কে যে, প্রাতঃসূর্য্য সমুদিত হইতে না হইতে তাঁহাকে দেখিবার জন্য আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ছুটিয়া আসিত এবং তিনি কিরূপ আছেন জানিতে পাবিলেই পবম কৃতার্থ হইত? ওয়াল্‌সাল নগর-বাসীরা এক দিন শুনিতে পাইল তাহাদের প্রিয়ভগিনী ডোবা ইহলোকে আর নাই। ডোবা কে যে, দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই সুবিস্তির্ণ নগরের সকল শ্রেণীর লোকেই তাঁহার মৃত্যুতে গভীর শোকেব পরিচ্ছদ ধারণ করিল? সামান্য রমণীর প্রতি এত অনুবাগ? এ কোন পুষ্প? কি কারণে ভগিনীর প্রতি এ প্রগাঢ় ভালবাসা? পাঠক ভাই, পাঠিকা ভগিনী,—অভিনিবিষ্ট চিত্তে শ্রবণ করুন —জগতের সাধারণের ঘৃণার পাত্রী রমণীও কিরূপে অসাধারণ কার্য্য করিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদিগের অনুরাগ আকর্ষণ কবিতে পারে।

থিওডোর পার্কার অথবা ম্যাট্‌সিনির নাম শ্রবণ করিলে কাহার হৃদয় না অপূর্ব্বভাবে পরিপূর্ণ হয়? তাঁহাদের অলোকসামান্য কার্য্যাবলির বিষয় স্মরণ করিলে শরীর বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে। জগৎ ইহাঁদিগকে চিনিয়াছে, কারণ পার্কারের রসনা ও লেখনীর বলে আটলাণ্টিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত কাঁপিয়া গিয়াছিল, এবং ম্যাট্‌সিনির ক্ষমতায় পৃথিবীর নন্দনকানন ইটালী দেশ বিদেশীয় রাজার * সিংহাসন বিকম্পিত করিয়াছিল। ভগিনী ডোবার জীবনে এরূপ বক্তৃতা করিবার অথবা লেখনী চালনা করিবার সুযোগ ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহাব সমস্ত জীবনই বক্তৃতাময়। যে তাঁহাব জীবন একবাব দেখিয়াছে, তাহারই সুদীর্ঘ উপদেশের ফললাভ হইয়াছে। সংক্ষেপে তাঁহার জীবনের কোন কোন ঘটনার উল্লেখ করিলে সকলে এই উক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

---

* ম্যাট্‌সিনি (Mazzini) যৎকালে জন্মগ্রহণ করেন তখন ইটালী পরাধীন ছিল। ম্যাট্‌সিনিই অসাধারণ ক্লেশ স্বীকার করিয়া সমগ্র ইটালীকে একতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া ইটালীর স্বাধীন হইবার উপায় করিয়া যান।

ডোরথি উইণ্ডলো প্যাটিসন ১৮৩২ খৃঃ অব্দে ১৬ই জানুয়ারী জন্ম গ্রহণ করেন। সুশিক্ষিত পিতা মাতার দৃষ্টান্তে যতটুকু শিক্ষা হইতে পারে, তাহাই তাঁহার বাল্যকালে হইয়াছিল, কারণ শারীরিক অপটুতা বশতঃ তাঁহাকে অধ্যয়ন করিতে দেওয়া হইত না। তথাপি তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনীদিগের সঙ্গে থাকিয়া, তাঁহাদের পাঠাভ্যাস শুনিয়াই বিস্তর শিক্ষা করেন। ডোরথি বাল্যকালে এরূপ কোন কার্য্য করেন নাই যাহাতে তাঁহার জীবনের ভাবী মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে পীড়ায় সহিষ্ণুতা, দুঃখে প্রফুল্লতা, এই দুইটী গুণ তাঁহার কোমল মনে অতি অল্প বয়সেই বিকশিত হয়। পিতা মাতার সদ্দৃষ্টান্তে ডোরথি বাল্যকালেই পরের দুঃখে দুঃখিত হইতে শিক্ষা করেন। তাঁহার সকল ভাই ভগিনীই আপনাদের আহার্য্য দ্রব্যের কিয়দংশ অথবা কিছু পয়সা দরিদ্রদিগকে দিতে পারিলেই পরম সুখী হইতেন, ও সর্ব্বদা এই কার্য্যের সুযোগ অন্বেষণ করিতেন। কালক্রমে যখন ডোরথির পীড়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া গেল, তখন তিনি অশ্বারোহণ প্রভৃতি পুরুষজনোচিত কার্য্যে বালকস্বভাবসুলভ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন এবং এইরূপ শারীরিক

শ্রমে তাঁহার শরীর এরূপ সবল হইয়া উঠে, যে তাঁহাকে এই বিষয়ে কোনও পুরুষ অপেক্ষা হীন বলিয়া বোধ হয় নাই। এই সময় হইতেই তিনি তাঁহার ভ্রাতা ভগিনী-দিগের নিকট অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। যখন তাঁহার বয়স বিংশতি বৎসর, তখনও তাঁহার জীবন কোন অসাধারণ ঘটনা দ্বারা ভাবী মহত্ত্বসূচক চিহ্নে চিহ্নিত হয় নাই। এই সময়ে তাঁহার মনে ধারণা হয় দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য জীবন যাপন করার মত সুখের অবস্থা আর নাই। তৎকালে ইংলণ্ডীয় সমাজে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহাতে বিলাসিতার স্রোতে গা. ঢালিয়া ডোরা সংসারের অনেক কাম্য সুখের অধিকা-রিণী হইতে পারিতেন। তাঁহার সৌন্দর্য্যের অভাব ছিল না—কথোপকথনের সজীবতা এবং সরসতারও অভাব ছিল না; সংক্ষেপে, যে সকল গুণ থাকিলে ইংলণ্ডীয় সমাজে অর্দ্ধদেবতা হইয়া থাকা যায়, ডোরথির সে সক-লই ছিল।—কিন্তু তিনি এ সকলের জন্য লালায়িত হই-লেন না। তাঁহার প্রাণ প্রতিবেশীর দুঃখ দেখিয়া কাঁদিল, তাঁহার শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, সকল অভাবই ডোরথির কোমল হৃদয়কে স্পর্শ করিল, তিনি সংসারের প্রমোদ-উদ্যানে কল্পনার কুসুমশয্যায় শয়ন

করিয়া কালাতিপাত করিতে পারিলেন না। আরও ৯ বৎসর পিতৃগৃহে কাটিল; কিন্তু তাঁহার মনের আবেগ কিছুতেই প্রশমিত হইল না।

এই সময় "ভগিনী-সম্প্রদায়" নামে একদল মহিলা ডোরথির জন্মভূমিতে উপস্থিত হন। তাঁহার স্বতঃ প্রবৃত্ত ভাবে দলবদ্ধ হইয়া রোগীর শুশ্রূষা, দুঃখীর সান্ত্বনা, মূর্খের জ্ঞানবিধান ইত্যাদি জনহিতকর বিষয়ে আপনাদিগের শক্তি নিয়োজিত করিতেন। কখনও সম্প্রদায় ছাড়িব না, কখনও সংসারে প্রবেশ করিব না, এরূপ প্রতিজ্ঞা তাঁহাবা কেহ করেন নাই। পরন্তু, যত দিন শক্তি সামর্থ্য থাকিবে, লক্ষ্য-অনুসারে কার্য্য করিব বলিয়া যে সচ্চরিত্রা মহিলা নিজের জীবন উৎসর্গ করিতেন, তিনিই এই সম্প্রদায়-ভুক্ত হইতে পারিতেন। ডোবথি ইহাঁদিগেরই সরলতামাখা পবিত্র জীবন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহাদেরই পদচিহ্ন অনুসরণ করিতে পারিলে জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য সংসাধিত হইবে ভাবিয়া পিতার নিকট ভগিনী-সম্প্রদায় ভুক্ত হইবার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি কুমারী নাইটিঙ্গেলের সহিত আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষার জন্য দূরদেশস্থ যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে পিতার নিকট অনু-

মতি চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পিতা তাহাতে সম্মত হন নাই। সম্প্রতি কন্যাব এই নূতন মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন। তাঁহার আদরেব ধন, তাঁহার "সদানন্দ," তাঁহার প্রিয়তমা ডোবথি ভগিনী-সম্প্রদায়ের কষ্টসাধ্য কর্ত্তব্য পালনে সমর্থ হইবে না ভাবিয়া, বৃদ্ধ পিতা আকুল হইলেন। তিনি এবারেও সম্মত হইলেন না ; কিন্তু বয়স্থা কন্যাকে নিষেধ করা অবৈধ ভাবিয়া 'তোমার যাহা ভাল বোধ হয় কর' দুঃখ ও বিরক্তির স্বরে এই কথাগুলি বলিলেন।

এইখান হইতেই ডোরার বাটীব সহিত সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। ঊনত্রিংশ বৎসব বয়ঃক্রমকালে ডোরা দূরস্থ কোন পল্লীগ্রামে শিক্ষয়িত্রীব পদ পাইয়া গৃহ পরিত্যাগ করেলেন। তিনি যেখানে সম্প্রতি উপস্থিত হইলেন, সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে অসাধারণ কার্য্যনিপুণা বলিয়া সকলেই বুঝিতে পারিল। ডোরা বালকের সহিত বালক হইতেন, তাঁহার গল্প, তাঁহার ক্রীড়া, কখনও শেষ হইত না। সুতরাং বালকেরা তাঁহার কাছে তাহাদের ছোট ছোট হৃদয় খুলিয়া দিত। কেবল শিশুদিগকে শিক্ষা দিয়াই ডোরার সময় অতিবাহিত হইত, এমন নহে ; নিকটে কাহারও কোন

পীড়া হইলে, ডোরা উপস্থিত হইতেন—আবশ্যক হইলে সমস্ত রাত্রি রোগশয্যার পার্শ্বে থাকিতেন এবং হয় মৃত্যু না হয় আরোগ্য ইহার মধ্যবর্ত্তী কোন অবস্থাতেই রোগীকে শুশ্রূষা করিতে বিরত হইতেন না। সেই ক্ষুদ্রগ্রামে তিনি দুই বৎসর কাল অবস্থিতি করিয়া কঠিন পরিশ্রমে পীড়িত হইয়া পড়িলেন। এই পীড়ার হস্ত হইতে মুক্ত হইয়াই ডোরা ভগিনী-সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রবিষ্ট হন। এই সময় (১৮৬৪ খৃঃ অঃ) তাঁহার বয়স দ্বাত্রিংশ বর্ষ মাত্র।

নূতন সম্প্রদায় মধ্যে নূতন প্রবিষ্ট হইয়া ডোরথি "ভগিনী ডোরা" নামে অভিহিত হইলেন। প্রথম প্রথম তাঁহাকে ভগিনীসম্প্রদাযেব আশ্রমেব গৃহকার্য্য এত অধিক পবিমাণে কবিতে হইত যে, তিনি সময় সময় নির্জ্জনে বসিয়া অশ্রুজল বর্ষণ কবিতে করিতে অন্তরের সহিত কামনা কবিতেন, পিতাব গৃহেব সেই পূর্ব্বতন স্বাধীনতা পুনঃপ্রাপ্ত হন। সে যাহা হউক, ভগিনী ডোরা আপনাব মনোমত কার্য্য করিবার সুযোগ অতি অল্পকাল মধ্যেই প্রাপ্ত হইলেন। ওর্ম্‌স্‌-বাই নামক একটি চিকিৎসালয়ে স্বীয় সম্প্রদায়স্থ অন্য অন্য কোন কোন মহিলাব সহিত ভগিনী ডোরা প্রায়

১ বৎসর কাল রোগীর শুশ্রূষা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কি ভাবে এই শুশ্রূষা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, কিরূপে রোগীদিগকে সান্ত্বনা দিতেন, তাহা পরে বক্তব্য। এইখান হইতে ওয়াল্‌সাল নগরে গিয়া তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। এমন এক জন লোক ছিল না যে, এই দুঃসময়ে ভগিনী ডোরার উপযুক্ত শুশ্রূষা করে; কিন্তু তথাপি ঈশ্বরের কৃপায় তিনি বাঁচিয়া উঠিলেন।—সেই আমরণ পরিশ্রম, যাহার জন্য ভগিনী ডোরা বিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন—সেই অবিশ্রান্ত সৎকার্য্যশীলতা, যাহাতে পরিণামে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিয়াছিল—তাহা এই ওয়াল্‌সাল নগরে প্রথম আরব্ধ হয়।

বিখ্যাত বার্মিংহাম নগরের সার্দ্ধ তিনক্রোশ দূরে ওয়াল্‌সাল নগর অবস্থিত। এইখানে বিস্তর কয়লা ও লৌহের খনি আছে; এই নগরবাসীরা ঐ সকল খনির কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। বলা বাহুল্য এই সকল বিপদসঙ্কুল স্থানে কার্য্য করিয়া নিরাপদে অক্ষত শরীরে প্রত্যাগমন করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়; প্রায় প্রত্যহই ওয়ল্‌সালের খনিতে অথবা লৌহের কলে অল্প বা অধিক পরিমাণে মানুষ

আহত হইত। এই দুর্ঘটনা দেখিয়া ভগিনী-সম্প্রদায় নগরের অধ্যক্ষদিগের অভিমত্যনুসারে ওয়াল্‌সাল্লে একটি চিকিৎসালয় সংস্থাপন করেন। ভগিনী ডোরা এই চিকিৎসালয়ের অধিকাংশ ভার প্রাপ্ত হন। এই খানে একদিন ডোরা চিকিৎসালয় হইতে দূরে কোন পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার্থ যাইতেছিল, এমন সময় পথে জনৈক দুষ্ট বালক কোন অজ্ঞাত কারণে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিয়া ডোরার ললাটদেশ রক্তাক্ত করিয়া দেয়। ভগিনী ডোবা কিছুই বলিলেন না। অবশেষে একদিন সেই বালক ভয়ানক আঘাত পাইয়া ভগিনী ডোরার দ্বাবা চিকিৎসিত হইতে আসিল। দেখিবা-মাত্র ডোরা চিনিতে পারিলেন, এবং যত্নপূর্ব্বক তাহার সেবায় নিযুক্ত হইলেন। বালক এতাবৎকাল মনে ভাবিতেছিল ডোরা তাহাকে চিনিতে পাবেন নাই— কিন্তু এই ভাবিয়া তাহাব বড়ই অনুতাপ হইতেছিল যে, এমন সদয়হৃদয়া মহিলাকে সে কোন্ প্রাণে আঘাত করিল! এখন আব থাকিতে না পারিয়া সজল নয়নে বলিয়া উঠিল, 'ভগিনী, আমিই তোমাকে লোষ্ট্রাঘাত করিয়াছিলাম!' ভগিনী ঈষৎ হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন 'তা আমি জানি'। বালক অবাক হইল।

এবং অপিরিস্ফুট ভাষায় আপনার বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিয়া নিস্তব্ধ হইল।

কিয়ৎকাল ওয়াল্‌সালে থাকিয়া ডোরা ভগিনী-সম্প্রদায়ের দ্বারা আদিষ্ট হইয়া একটী উন্মাদরোগগ্রস্থা বৃদ্ধার শুশ্রূষার জন্য কোন দূরস্থ নগরে গমন করেন। ডোরা মনোযোগের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া স্বীয় সম্প্রদায়মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। কিয়দ্দিন পূর্ব্বে পিতার সঙ্কটাপন্ন পীড়ার সংবাদ তাঁহার কর্ণ-গোচর হইয়াছিল, কিন্তু তখন গৃহে ফিরিবার অনুমতি পান নাই। এখন সে অনুমতি পাইলেন, কিন্তু তিনি আর যাইতে ইচ্ছা কবিলেন না—ভগ্নহৃদয়ে নিরাশার অন্ধকারে আত্মাকে আচ্ছাদিত করিয়া ডোরা ওয়াল্‌-সালে আপন কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন।

অস্ত্রচিকিৎসায় কিঞ্চিৎ পারদর্শিতা না থাকিলে, তাঁহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পাবে না, ইহা ডোরার বিলক্ষণ প্রতীতি ছিল, সুতরাং অস্ত্র-চিকিৎসা শিক্ষা করিতেই তিনি সর্ব্বাগ্রে প্রবৃত্ত হই-লেন। সেই চিকিৎসালয়েব অস্ত্রচিৎিসক ডোরার সাধারণ বুদ্ধিমত্তা, শুশ্রূষা করিবার শক্তি প্রভৃতি

দেখিয়া অস্ত্রচিকিৎসার অবশ্য-জ্ঞাতব্য অনেক বিষয়ে তাঁহাকে শিক্ষা দেন। এ সম্বন্ধে এখানে অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই, স্থূলতঃ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, একজন উপযুক্ত শুশ্রূষাকারিণী ধাত্রীর যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক, ডোরা অল্পদিনের মধ্যেই সেই সকল গুণের অধিকারিণী হইলেন। রোগযন্ত্রনা বা পীড়ার সাংঘাতিক আক্রমণ ক্রমাগত সন্দর্শন, মৃত্যুর শোকময় গভীর ভাবোদ্দীপক গৃহে নিয়ত অবস্থান—এরূপ অবস্থায় কোমল মন পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যায়। ইহাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভগিনী ডোরার পক্ষে এ সকল কিছুই ঘটে নাই।—রোগী যখন ভয়ানক যন্ত্রনায় ছট ফট্ করিতেছে, ডোরা তখন প্রফুল্ল মুখে তাহার নিকট আসিতেন এবং তাহাকে মিষ্ট সান্ত্বনার কথা বলিয়া অথবা হাস্যোদ্দীপক মধুর আখ্যায়িকা ও গল্প শুনাইয়া রোগযন্ত্রণার লাঘব করিতেন।

ডোরা যখন ওয়াল্‌সালে প্রথম উপনীত হন, তখন তিনি জগতের প্রখ্যাতনামা পুরুষদিগের ন্যায়, পুস্তকে সংবাদপত্রের স্তম্ভে, এবং প্রকাশ্য বক্তৃতায় তূরী ভেরী নিনাদ করিয়া স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার প্রণালী উত্তরকালে চতুষ্পার্শ্বস্থ

লোকের বিস্ময়ের কারণ হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যখন প্রথম চিকিৎসালয়ে প্রবেশ করেন, এমনি ধীরতা ও নিরহঙ্কারের সহিত স্বীয়কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন যে, তখন কেহই তাঁহাকে লক্ষ্য করেন নাই ;—কেবল ওয়াল্‌সাল নগরের ক্ষুদ্র অপরিষ্কৃত পথে জনসমাজের অবহেলার পাত্র যে সকল বালকবালিকা সাহস করিয়া চিকিৎসালয়ে আসিতে পারিত না, ডোবার কার্য্যাবলী তাহারাই প্রথম লক্ষ্য করিয়াছিল ; কারণ ডোরা স্বয়ং তাহাদের বাড়ীতে গিয়া তাহাদের চিকিৎসা করিতেন দুটী কারণে ডোরা এই শুশ্রূষা ও চিকিৎসা কার্য্যে আপনার সমস্ত প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন। একটী কারণ এই যে, ওয়াল্‌সালে আসিবার কিছু পূর্ব্বে ডোরার মনে ঈশবের সর্ব্বশক্তিমান্ স্বরূপের প্রতি সন্দেহ জন্মে—এমন কি ঈশ্বরেব অস্তিত্ব সম্বন্ধেও সুপরিষ্কৃত মত ছিল না। এই অবস্থায় মন যেরূপ দোলায়মান হইতেছিল, সৎ-কার্য্যেব অবিশ্রাম পরিশ্রম করাকেই ডোবা তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবাব ঔষধ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। আর একটী কারণ এই যে এই সময়ে তাঁহাব বিবাহের কথা হয়—বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন, ভগিনী সম্প্রদায়ের অনেকেই তাঁহাকে বিবাহ করিতে অনুরোধ করেন।

ভগিনী ডোরার মন ইহাতে কোন্ দিকে যাইবে ভাবিয়া এত বিচলিত হয় যে, এই দ্বিধা ভাব হইতে মুক্ত হইবার জন্য শরীর মনকে অনুক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করা ভিন্ন তিনি উপায়ান্তর দেখেন নাই। কিন্তু কেবল এই কারণেই তিনি আপন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিলে তাঁহার প্রতি অবিচার করা হয়। তাঁহার নিজের কথা পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায়, ডোরা ধর্ম্মকে জীবনের দৈনিক কার্য্যে পরিণত করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত থাকিতেন। যাহাহউক এসম্বন্ধে সবিশেষ পরে বক্তব্য।

এইখান হইতেই ডোরাব আমরণ পবিশ্রমেব আরম্ভ। যদি শতকণ্ঠ থাকিত, তাহা হইলে তদ্দ্বারা ডোরার অসাধারণ কার্য্যের প্রশংসা গান করিতাম,—যদি শতকর্ণ থাকিত, ডোরার অদ্ভুত—উপন্যাসের ন্যায় অদ্ভুদ—জীবনের কাহিনী শ্রবণ কবিতাম। আহার নিদ্রার দিকে দৃক্‌পাত নাই, ওই যে রমণী ওয়াল্‌সাল নগরের পথে পথে দরিদ্র বালকদিগের পরিচর্য্যার জন্য ভ্রমণ করিতেছেন; শীত গ্রীষ্ম তুল্য জ্ঞান করিয়া ওই যে মহিলা কুৎসিত রোগের আবাসস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া দুর্গন্ধময় ব্যাধি-জর্জ্জরিত রোগীর মুখচুম্বন করিতেছেন—মুখে পবিত্রতার হাসি অথচ

রোগীর জন্য অন্তরে গভীর বেদনা; উহাঁর জীবনের সহিত হে ভাই, হে ভগিনী, একবার জগতের পরিচিত ও পরম গৌরবাস্পদ নরশোণিত পিপাসুদিগের জীবনের তুলনা কর দেখি? ঈশ্বরের ভাবিয়া ডোরা যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেন সঙ্কীর্ণস্থানে বদ্ধ বলিয়া জগৎ তাহা দেখিল না, কিন্তু সেই অনন্ত দেবতা অন্তর্যামীর স্মরণে তাহা রহিয়াছে এবং চিরকাল থাকিবে।

দীর্ঘকাল শরীরকে অগ্রাহ্য করিয়া ডোরা অচিরাৎ তাহার ফলভোগ করিলেন। ডোরার ভয়ানক পীড়া হইল। পীড়ার কাবণ অনুসন্ধান কবিয়া ওয়াল্‌সাল নগরবাসী বিস্ময়ে অভিভূত হইল, এবং সেই অবধি ডোরাকে একজন প্রকৃত ধর্ম্মাত্মা ও মহাত্মা বলিয়া বুঝিল। পীড়ার যন্ত্রণায় ডোরার মনের শান্তি অপহরণ করিতে পারে নাই, তিনি শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিলেন।

এই সময়ে ওয়াল্‌সাল নগরে ভয়ানক বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। চারিদিকে নগরবাসীরা হাহাকার করিতে লাগিল, ডোরার কোমল প্রাণ উথলিয়া উঠিল—তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। চিকিৎসালয়ে রোগীর শুশ্রূষা, চিকিসালয়ের বহির্ব্বাটীতে

যাহারা রোগের জন্য পরামর্শ লইতে আসিত, তাহাদিগকে পরামর্শ প্রদান ও ঔষধদান, এই কার্য্যেই তাঁহার সময় কাটিয়া যাইত। অবশিষ্ট যেটুকু সময় থাকিত, ডোরা সঙ্কল্প করিলেন, তাহা বসন্ত রোগীর শুশ্রূষার জন্য ব্যয় করিবেন। যে সকল দরিদ্র অর্থাভাবে সুচিকিৎসিত হইতে পারে না, ডোরাই তাহাদের এক মাত্র অবলম্বন ছিলেন; যে সকল অনাথ অনাথাদিগকে রোগযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতে দেখিয়াও তাহাদের বন্ধুবান্ধব নিজদের প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিয়াছিল, ডোরা ভিন্ন কে নিশীথ সময়ে তাহাদের সেবা করিবে? একদিন রজনীযোগে ডোরা সংবাদ পাইলেন, ভয়ানক বসন্ত রোগের যন্ত্রনায় মৃত্যুশয্যায় শায়িত এক জন দরিদ্র লোক তাঁহাকে দেখিতে চাহিয়াছে। ডোরা অবিলম্বে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং দেখিতে পাইলেন একজন মাত্র প্রতিবেশিনী রোগশয্যার পার্শ্বে উপবিষ্টা। ডোরা তাঁহাকে পয়সা দিয়া আলো জ্বালিবার জন্য কয়েকটী বাতি আনিতে বলিলেন, স্ত্রীলোকটী যে গেল, আর আসিল না। ডোরা একাকী রোগীর পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। অবশেষে রোগী মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল; "ভগিনী!

আমি যাই আমাকে জীবনের শোধ একবার স্নেহ নিদর্শন কর।” বিলাসপ্রিয় ভাই ভগিনী, বিশ্বাস করিবে কি ডোরা সযতনে সেই জর্জ্জরিত অর্দ্ধমৃত দেহটী নিজের ক্রোড়ে উঠাইয়া লইলেন, এবং মাতা যেরূপ সন্তানকে চুম্বন করেন, ভগিনী যেমন ভ্রাতাকে চুম্বন করেন, সেইরূপ ডোবা রোগীর বসন্ত-ক্ষত-পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল সস্নেহ চুম্বন করিলেন। প্রদীপ নিবিয়া গেল, রোগীর জীবনেরও অবসান হইল, ডোরা প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত মৃতদেহ কোলে করিয়া বসিয়া রহিলেন, এবং সূর্য্য উদিত হইলে প্রতিবেশীদিগকে এই সংবাদ দিয়া ডোরা স্বীয় চিকিৎসালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই সময়েতে অন্য কয়েকজন ভদ্র মহিলা ডোরার শুশ্রূষা কার্য্যের সহায়তা কবিতে আরম্ভ করেন। তথাপি ডোরার কার্য্যের কিছুই হ্রাস হয় নাই। ডোরার চরিত্রে কেমন একটু মাধুর্য্য ছিল, অসাধুতা যাহার সমক্ষে লজ্জা পাইত, দুর্বৃত্ত যাহার নিকট শিষ্ট হইত, রোগী যাহার সমক্ষে যন্ত্রনা ভুলিত, শিশু যাহার সমক্ষে ক্রন্দনে বিরত হইত, সাধারণ লোকে যাহার সমক্ষে আপনাদিগকে নিকৃষ্ট জীব বলিয়া উপলব্ধি করিত। এইরূপ অবস্থায় তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রে কেন দিন দিন বিস্তৃত

হইবে না ? ওয়াল্‌সাল নগরের মদ্যপায়ীরা অচিরকাল মধ্যে তাঁহার চক্ষে পড়িল। মদ্যপানের পর সচরাচর যে বিবাদ বিসম্বাদ ঘটে তাহাতে অনেকে আহত হইয়া ডোরার চিকিৎসালয়ে আসিত। ডোরা তাহাদিগকে বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতেন, তাহাদের নিকট ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিতেন, তাহাদিগকে উপদেশ দিতেন, এবং আর যাহাতে তাহারা ভবিষ্যতে মদ্য-পানে প্রবৃত্ত না হয় সর্ব্বদা তাহারা চেষ্টা করিতেন।

এই সময় ওয়াল্‌সালে এমন একটী লোক আসিয়া উপস্থিত হন, যিনি বিদ্যা বুদ্ধি বিষয়ে ডোরার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। এতদিন ডোরা হয় সমকক্ষ, না হয় নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত কালযাপন করিতেছিলেন। সম্প্রতি উচ্চতর, মহত্ত্বর বুদ্ধির সমক্ষে ডোরার দুর্দ্দমনীয় তেজ নিষ্প্রভ হইয়া গেল। যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না। ডোরা তাহা জানিতে পারিলেন, তথাপি তাঁহার দিকে ডোরার হৃদয় এমনই আকৃষ্ট হইল যে, ডোরা ইহাঁকে বিবাহ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহার একজন বন্ধু নিকটস্থ কোন ধর্ম্ম মন্দিরের আচার্য্য ছিলেন। তিনি এই বিপত্তি সময়ে উপস্থিত হইয়া ডোরার পরদুঃখ-

কাতরতা, শুশ্রূষা-কার্য্য নিপুণতা প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে ঈশ্বরের অভিপ্রায় কি তাহা তাঁহাকেই ভাবিতে বলিলেন, এবং সেই সকল ভাবিয়া এই নূতন ভাব হইতে তাঁহার মনকে দূরে রাখিতে বলিলেন। ডোরা বুঝিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে এমনি আঘাত লাগিল যে তিনি শীঘ্রই ভয়ঙ্কর পীড়া দ্বারা আক্রান্ত হইলেন। সকলেই অত্যন্ত বিমর্ষ, চিকিৎসা-লয়ের প্রাচীন ডাক্তার পীড়া দেখিয়া কাঁদিয়া অস্থির,—বলিলেন 'ভগিনী ডোরা মরিয়া গেলে আমি আর এখানে আসিব না'। সকলে জিজ্ঞাসা করে—'ডোরা কেমন আছেন, অবশেষে ডোরা আরোগ্যলাভ করিলেন।

একটী কথা এখনও বলা হয় নাই। ডোরা জগতের আদিপুরুষের নাম গ্রহণ এবং তাঁহার উপাসনা না করিয়া কোন চিকিৎসা কার্য্যেই প্রবৃত্ত হইতেন না। চিকিৎসালয়ে নির্দ্দিষ্ট সময় ডোরা সকল রোগীকে একত্র করিয়া উপাসনা করিতেন এবং তাহাদিগকে ধর্ম্ম-উপদেশ দিতেন। যে রোগী উদ্ধতভাবে উপাসনার ব্যাঘাত জন্মাইত, ডোরা তাহারই মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করিতেন এবং যাহাতে তাহার দুর্ব্বুদ্ধি যায়

তদর্থে তাহাকে অধিক যত্নের সহিত সেবা করিতেন। সমস্ত দিনই ডোবা রোগীর পরিচর্য্যার জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। কিসে তাহার শরীর সুস্থ থাকিবে, কিসে সে জ্ঞানে ও ধর্ম্মে উন্নত হইবে, ডোবা সমস্ত দিন তাহার আয়োজনেই কাটাইতেন। রাত্রিতেও ডোরার বিশ্রাম ছিল না, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে, ডোরা দ্বিপ্রহর রজনীতে কোন সন্দেহবাদী রোগীর শয্যার পার্শ্বে বসিয়া নতজানু হইয়া রোগীর স্বাস্থ্য ও সুমতির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিযাছেন। ক্রমে সময় আসিল যখন ওয়াল্সালে সকলেই ডোবার চিকিৎসাকে তাহাদের রোগ হইতে মুক্তির একমাত্র অব্যর্থ উপায় বলিয়া মনে করিতে লাগিল। ডোরাও সকলকে আপন ভ্রাতা ও ভগিনী, পুত্র ও কন্যা বলিয়া মনে করিতেন। তিনি রোগীদিগের সকলকেই এক একটী মিষ্ট নাম দিয়াছিলেন, এবং সকলকে তিনি সমান ভাবে আদর করিতেন। দিন রাত্ পরিশ্রম কবিয়া তিনি কখন আহার করিতেন, কখন নিদ্রা যাইতেন তাহার কিছুই স্থির ছিল না। যাহা হউক প্রাতঃকালে উঠিয়া ভগিনী ডোরা চিকিৎসালয়ে আসিতেন এবং তাঁহার 'চার্লস্ রাজা,' তাঁহার 'কেলে,' তাঁহার 'হাতমোটা'

প্রভৃতি তাঁহার ভালবাসার পাত্রগণকে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিতেন। যদি কোন রোগী মনে করিল, তাহার প্রতি যথোচিত যত্ন দেখান হইতেছে না (যদিও প্রায় কেহই এইরূপ মনে করিত না) তাহা হইলে সে রাত্রি আর ডোরা নিদ্রা যাইতেন না। অবিশ্রান্ত রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত রজনী প্রাণপণে রোগীর সেবা করিতেন। এইরূপে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া বার বার রোগাক্রান্ত হইয়াও ডোরা তাঁহার সুদৃঢ় ও সবল শরীরের সহায়তায় বাঁচিয়া গিয়াছিলেন।

১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ওযাল্সাল নগরে কয়েকজন ধর্ম্ম-প্রচারক বক্তৃতা দ্বারা আপামর সাধারণ সকলের নিকট এই সত্য প্রচার করেন যে, প্রত্যেক সাধু ব্যক্তিই ঈশ্বরের প্রচারক ; প্রত্যেকেই যদি চেষ্টা করিয়া অন্ততঃ একটী আত্মারও সদ্গতির উপায় করিতে পারেন, তাহা হইলে তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কার্য্য আর কিছুই হইতে পারে না। ভগিনী ডোরার হৃদয়ের নিভৃত স্থান হইতে এই উপদেশ বাক্যের প্রতিধ্বনি উঠিল। ঈশ্বরের পরিচারিকা হইয়া ডোরা পাপী ধরিতে বাহির হইলেন। চিকিৎসালয়ে স্থায়ী রোগী এবং প্রাত্যাহিক বাহিরের রোগী, নগরের দরিদ্র রোগী, এ

সকলের শুশ্রূষা করিতে অত্যন্ত অধিক সময় যাইত, তাঁহার পর স্বতঃগৃহীত প্রচার কার্য্যের ভার—ডোরা ঈশ্বর কৃপায় সকলই যুগপৎ সুসম্পন্ন করিতে লাগিলেন। এই সময় ওয়াল্‌সাল নগরবাসীরা ডোরাকে তাঁহাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ একখানি গাড়ি ও একটী ঘোটক প্রদান করেন। ইহাতে ডোরার কার্য্যের কিছু সুবিধা হয়।

আজও ডোরার মূর্ত্তি ওয়াল্‌সালবাসীর হৃদয়ে গাঁথা রহিয়াছে; সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত ওয়াল্‌সাল নগরবাসীরা বিস্ময়ে ও ভক্তিতে পরিপূরিত হইয়া স্মরণ করিবে, কেমন করিয়া ঘোর নিশীথ সময়ে জগৎ নিস্তব্ধ হইলে একমাত্র অসহায়া রমণী ধর্ম্মপুস্তক হস্তে লইয়া এবং ধর্ম্ম-বীরত্বে হৃদয় পূর্ণ করিয়া ওয়াল্‌সালের নিশাচর পুরুষ এবং নিশাচরী রমণীদিগকে সেই অনন্ত করুণাময় দেবতার নাম শিক্ষা দিতে যাইতেন, আজও ওয়াল্‌সালবাসীরা সাশ্চর্য্যে বলিয়া থাকে এবং সুদীর্ঘকাল বলিবে, কি অটল সাহসে ডোরা ঈশ্বরের কার্য্যে খাটিয়া খাটিয়া ঘুরিতেন, এবং পবিত্র জীবনের তেজে দাম্ভিক পাপিষ্ঠদিগের দম্ভ চূর্ণ করিয়া পৃথ্বীতলে ঈশ্বরের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁহার মহিমা পরিকীর্ত্তিত

দেখিবার প্রয়াস পাইতেন। তাঁহার এক জন বন্ধু,—জনৈক ভদ্রমহিলা—তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'আপনি কেমন করিয়া এই সকল নরকের কীটদিগের সহিত এত সুদীর্ঘকাল বাস করেন'। ডোরা তদুত্তরে বলিলেন "আমি যখন উহাদের চক্ষু দিয়া দেখি এবং উহাদের মন দিয়া সকল পদার্থের বিচার করি; সংক্ষেপতঃ যখন ঠিক উহাদের অবস্থায় আপনাকে অবস্থিত কল্পনা করি তখন জগৎ অন্ধকারময় বোধ হয়, প্রাণের বাঁধন ছিড়িয়া প্রার্থনাধ্বনি আপনা হইতে উত্থিত হয়, ঈশ্বর আপনিই শিখাইয়া দেন, উহাদের উন্নতির জন্য কিরূপ করা উচিত।"

এইরূপে ডোরার বিচিত্র ঘটনাময় জীবন কিছুকাল অতিবাহিত হইল। দুঃখীকে সান্ত্বনা প্রদান, রোগীকে শুশ্রূষা, কলহপরায়ণ দম্পতীর বিবাদের মীমাংসা, অনিচ্ছু শিশুকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ, পাপীর মনে অনুতাপানলের সৃষ্টি—ইত্যাদি বহুবিধ কার্য্যে দেখিতে দেখিতে ডোরার মূল্যবান জীবনের এক বৎসর কাটিয়া গেল। আবার দুর্দ্দমনীয় বসন্তরোগে ওয়াল্‌সাল নগর আকুল হইয়া উঠিল। নগরাধ্যক্ষগণ প্রমাদ ভাবিয়া নগরের প্রান্তদেশে একটী চিকিৎসালয় স্থাপন

করিলেন এবং যাহাতে নগবেব মধ্যে পীড়া বহুল পরিমাণে সংক্রামিত না হইতে পারে, তদর্থে রুগ্ন ব্যক্তিদিগকে চিকিৎসালয়ে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কেহই আসিল না। কে সেবা শুশ্রূষা করিবে, কে যত্ন করিবে কিছুই বুঝিতে না পাবিয়া নগরবাসীগণ নীরবে রোগ যন্ত্রণায় স্ব স্ব গৃহে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল, কেহই চিকিৎসালয়ে যাইতে প্রস্তুত হইল না। অবশেষে এই শোচনীয় বার্ত্তা ভগিনী ডোরার কর্ণগোচব হইল। তখন তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া অধ্যক্ষদিগের নিকট নূতন চিকিৎসালয়ের ভার লইবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। ওয়াল্‌সাল নগববাসীগণ শুনিল তাহাদেব ভগিনী বসন্ত চিকিৎসালযের ভার লইয়াছেন; এক জনের মুখ হইতে আর এক জনের মুখে—তাহার মুখ হইতে তৃতীয় ব্যক্তির মুখে, এইরূপে নগরময় এই শুভ সংবাদ প্রচাবিত হইল। বসন্ত-রোগীর প্রাণে আশার সঞ্চাব হইল শীঘ্রই শূন্য চিকিৎসালয় পরিপূর্ণ হইল—ডোরাব কার্য্যের অভাব কি? কিন্তু পূর্ব্বের চিকিৎসালয়েব কার্য্য কিরূপে চলিবে ভাবিয়া ডোরা ব্যাকুল হইলেন। এবং সেই চিকিৎসালয়ের সহিত সম্পূর্ণ সংস্রব পরিত্যাগ না করিয়া তাঁহার

কয়েকজন ছাত্রীকে তাহার ভার দিলেন এবং নিজে যথাসম্ভব তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার পূর্ব্ব চিকিৎসালয়ের রোগীদিগকে পত্র লিখিতেন। সে পত্রগুলি গভীর ধর্ম্মভাবে পূর্ণ। তাহার শিরোনামায় লেখা থাকিত আমার প্রিয় সন্তানগণ! সময় থাকিলে ডোরাব সম্বন্ধে অনেক আখ্যায়িকা আপনাদের নিকট বিবৃত কবিতে পারিতাম—কিন্তু সময়াভাবে সংক্ষেপে গুটিকতক ঘটনার কথা বলিয়া শেষ করিব।

ডোবার যত্নে বসন্তেব প্রকোপ অল্পদিনের মধ্যেই হ্রাস হইযা গেল। তখন তিনি পূর্ব্বতন চিকিৎসালয়ে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তাঁহাব পবিশ্রমকে তিনি কখনও গুরুতর বলিযা মনে করিতেন না,—অনেক রজনীতে তাঁহার নিদ্রা হইত না—অনেক দিবস তাঁহার অৰ্দ্ধাহার মাত্র হইত। লোকে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহাকে ইহার তথ্য জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন "Oh I can sit up seven nights, if I get the eighth for rest" অর্থাৎ অষ্টম রজনীতে বিশ্রাম করিতে পাইলে সাত রাত্রির জাগবণে আমাব কিছু মাত্র ক্লেশ হয় না। যদি কেবল শারীরিক সেবাতেই

এই পরিশ্রম ব্যয়িত হইত, তাহা হইলে তত আশ্চর্য্যের বিষয় হইত না ; এই পরিশ্রমের ফলে নাস্তিক বিদ্রূপ-কারী ধর্ম্মবিশ্বাসী হইয়া যাইত, এই পরিশ্রমের ফলে নরনারী বুঝিতে পারিয়াছিল ঈশ্বরপ্রেম জীবনের নিয়ন্তা হইলে জীবনের মাধুর্য্য কতগুণে পরিবর্দ্ধিত হয়—এই পরিশ্রমের ফলে পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন সমাজের পরিত্যক্ত হতভাগ্য বুঝিয়াছিল তাহারও আত্মাব মূল্য আছে, এবং শরীর অপেক্ষা এই আত্মাকে রক্ষা করা অধিক আবশ্যক। সমাজের লোক হৃদয়দ্বার বন্ধ করিয়া যাহার উন্নতির পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, সে হতাশ হইয়া 'ডুবিয়াছি ত ভাল করিয়া ডুবি, ভাবিয়া যখন পাপের আপাত-মধুর হলাহলপানে আত্মার স্বর্গীয় তৃষ্ণাকে নিবাবণ কবিতে চেষ্টা করে—তখন কোন্ মানুষ তাহাব সহায় হয় ? এইরূপ মনুষ্য পীড়িত হইয়া রোগ-শয্যায় শয়ান—গভীর রজনীতে হঠাৎ জাগ্রত হইয়া যখন শুনিল ডোবা তাহার আত্মার উন্নতির জন্য সকল জ্ঞান ও ধর্ম্মেব আধার পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা করিতেছেন, তখন সে কেন না বিগলিত হইবে ? কেবল চিকিৎসালয়ে এইরূপে আত্মার সুচিকিৎ-সার উপায় করিয়াই ডোবা নিরস্ত ছিলেন না।

ওয়াল্‌সালের যে অংশে কুৎসিত স্বভাব নরনারীগণ পৈশাচিক ব্যাপারে রজনীর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিত, ডোরার চরণ সেই দিকেই পরিচালিত হইত। রাত্রিকে আলোকমালায় দিবস-রূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া পাপের দুর্গমধ্যে স্বেচ্ছাচারিতার ক্রোড়ে আত্মসমর্পণ করিয়া যে সকল নরনারী তাহাদের প্রাণাধার পরমেশ্বরকে ভুলিয়াছিল—ডোরার মন তাহাদেরই জন্য কাঁদিয়া উঠিত। তাঁহার প্রচারকার্য্য সম্বন্ধে দুটী একটী গল্প এখানে বলা যাইতে পারে। একদিন রজনী দ্বিপ্রহরের পর ভগিনী ডোরা দুইজন ধর্ম্মাচার্য্যের সহিত নগরের এক নির্জ্জন পথ দিয়া গমন করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা একটী গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন কতকগুলি পুরুষ ও রমণী একটী টেবিলের চতুষ্পার্শ্বে উপবিষ্ট; তাহারা কি করিতেছে ডোরা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। সেই গৃহের দ্বার অর্গলবদ্ধ ছিল, ডোরা করাঘাত করিয়া প্রবেশাধিকার চাহিলেন। গৃহের মধ্য হইতে প্রশ্ন হইল 'তুমি কে?' ডোরা বলিলেন 'আমি তোমাদের ভগিনী; দ্বার খোল, তোমাদের সহিত কথা আছে।' কতকগুলি

কটূক্তি করিয়া প্রশ্নকারী দ্বার খুলিয়া দিল। ধর্ম্মাচার্য্যগণ কিছু দূরে থাকিয়া দেখিতে লাগিলেন ডোরা প্রবেশ করিয়া সকলকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন —'তোমার দিন কেমনে চলিতেছে ?' 'তোমার হাতটা এক বৎসর আগে বাঁধিয়া দিয়াছিলাম স্মরণ হয় কি ?' 'আমাদেব মেরী (Mary) কেমন আছে' ইত্যাদি চিরপরিচিতের ন্যায় প্রশ্ন করিযা ডোরা বলিলেন—'এস' একবার জগদীশ্বরের নাম করি।" ডোরাব প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া এই সকল পুরুষ রমণীর অন্তর স্তব্ধ ও ভীত হইয়া গিয়াছিল, এখন ডোবার পবিত্রতা-পূর্ণ মুখমণ্ডলে প্রেমের হাস্য দেখিয়া সকলে চমকিয়া গেল। ডোরার সঙ্গে সঙ্গে সকলে মুহূর্ত্ত মধ্যে নতজানু হইয়া বসিল। তখন ডোরা এই সকল 'ভ্রাতা ও ভগিনীর জন্য প্রাণ খুলিয়া ঈশ্ববেব নিকট কাতরোক্তিতে প্রার্থনা করিলেন। সেই সময়কাব দৃশ্য কি অপরূপ— স্বর্গ আর কোথায় ? পরের জন্য চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে যখন সাধুপুরুষ দুঃখী, সুখী, দরিদ্র, ধনীর সাধাবণ সখা পবমেশ্ববেব নিকট নতজানু হইয়া উপবিষ্ট হন সেই দৃশ্যই স্বর্গের দৃশ্য। সেই পাষাণ হৃদয় পুরুষও এই অপূর্ব্ব দৃশ্যে গলিযা গেল, শ্বাসরুদ্ধকণ্ঠে সে আপন

দুর্ব্ব্যবহারের জন্য ভগিনীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এইরূপে ডোরার নিশীথ-কালীন পরিশ্রমের ফলে প্রায় ত্রিশটী পতিতা রমণী প্রত্যহ একত্রিত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে লাগিল।

এইরূপ ডোরার কার্য্যক্ষেত্র বাড়িয়া গেল, কিন্তু তাঁহার মনোযোগ কোন দিকেই ন্যূন দেখা যায় নাই। আবার, গাড়োয়ানদের জন্য কিছু করা আবশ্যক মনে করিয়া ডোরা তাহাদের সকলকে একত্রিত করিয়া একটী সভা করিলেন। রাত্রি ৯টার সময় সে সভার অধিবেশন হইত। এইরূপে, কল্পনা করুন,—ডোরাকে প্রাতে ৬॥ টার সময় চিকিৎসালয়ে গিয়া রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত তথাকার কার্য্য দেখিতে হইত, তাহার পর ৯ টার সময় গাড়োয়ানদিগের সভা, তাহার পর দ্বিপ্রহরের সময় হতভাগিনী রমণীদিগের সভা;—এ সকল সম্পন্ন করিয়া আহার বা বিশ্রামের সময় কোথায় থাকে? ডোরা তবুও কিছুমাত্র ক্লান্তি দেখান নাই;—কিন্তু ইহাতে তাঁহার সাংঘাতিক পীড়ার সঞ্চার হইল। পীড়ার কথা ডোরা অনেক দিন কাহাকেও বলেন নাই, পীড়িত শরীরে পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকারে ওয়াল্‌সাল নগরের পথে পথে ঈশ্বরের কার্য্য করিয়া ঘুরিতে

লাগিলেন। একদিন এইরূপে ডোরা কোনও স্থানে গমন করিতেছিলেন এমন সময় একজন অপরিচিত লোক আসিয়া তাঁহাকে ব্যস্ততা সহকারে বলিল 'ভগিনী শীঘ্র আসুন একটা মানুষ ভয়ানক আহত হইয়াছে—তুমুল গণ্ডগোল বাঁধিয়াছে। যে স্থানকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা বলা হইল, ডোরা সেই ভয়ানক নরকুণ্ডের কথা ইতিপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি একাকিনী নিশীথ সময়ে সেই স্থানে গমন করিতে মৃত্যু ভয়ে তাঁহার প্রাণ কাঁপিয়া গেল, কিন্তু সাহসে ভর করিয়া, ঈশ্বরের কার্য্য করিবেন ভাবিয়া অগ্রসর হইলেন। ধর্ম্মাত্মাব চরিত্রের কি মাধুর্য্য—সেই কোলাহলের মধ্যে তিনি উপস্থিত হইবামাত্র তাঁহার জন্য পথ উন্মুক্ত হইল,—তাঁহাকে সম্মান দেখাইবার জন্য সকল মস্তকাবরণ উন্মোচিত * হইল,—এবং আহত ব্যক্তির পার্শ্বে ডোরা উপবেশন করিলে সকলে মন্ত্র-মুগ্ধ সর্পের ন্যায় অনিমিষ লোচনে তাঁহার কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল।

---

* খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে টুপি খুলিয়া সম্মান দেখানের রীতি প্রচলিত আছে। কোন সম্মানার্হ ব্যক্তিকে দেখিলে অথবা কোন ধর্ম্মালয়ে প্রবিষ্ট হইলে টুপি খোলা প্রত্যেক খৃষ্টীয়ানের অবশ্য কর্ত্তব্য।

এইরূপে ডোরা ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করিতে লাগিলেন। রাস্তার মলিন-দেহ শিশু যেমন ডোরার চুম্বন লাভ করিতে লাগিল, ধনীর পুত্রও তদ্রূপ আদরের সহিত চিকিৎসিত হইতে লাগিল। একদিন একটী বালক শ্বাস-প্রণালীর ব্রণ (অর্থাৎ Diphtheria) রোগে আক্রান্ত হইয়া ডোরার চিকিৎসালয়ে আনীত হয়। ডোবা যথাবীতি তাহাব চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, তাহাব কণ্ঠ ছেদন করিয়া কৃত্রিম উপায়ে শ্বাস প্রশ্বাস কার্য্য সমাধা কবাইতে লাগিলেন; এবং (আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি?) ব্রণমুখে মুখ দিয়া সেই পরের ছেলের কণ্ঠসঞ্চিত পুঁযরক্ত চুষিয়া লইলেন। আপনার ছেলেকেই বা কে এমন করে? ইহার প্রতিফল ডোরাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল—অনেক কাল পর্য্যন্ত তিনি কণ্ঠবেদনায় শয্যাগত ছিলেন,—যাহা হউক তিনি তাহাতে বিশেষ কাতর হন নাই।

অহঃশেষে ওয়াল্‌সালের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত-প্রায় হইল,—জগদীশ্বর ডোরাকে পরলোকে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিলেন;—ডোরার পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিল।

যে ডোরা রোগীর অবলম্বন ছিলেন, সহস্র নরনারী

যাঁহার নিকট সান্ত্বনা পাইয়া শান্ত হইয়াছে, আজ তাঁহাকে সান্ত্বনা ভিখারী হইতে হইবে, আজ তাঁহাকেই অবলম্বন অন্বেষণ করিতে হইবে এ কল্পনাও ডোরার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল,—অনেক কাল পর্য্যন্ত ডোরা কোনও বন্ধুর সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই। অবশেষে যখন রোগ দুশ্চিকিৎস্য হইয়া উঠিল, তখন ওয়াল্‌সালের লোক শত কাজ ফেলিয়া তাহাদের এক মাত্র হিতৈষিণীর সেবার জন্য ছুটিল। পীড়ার অবস্থা কখনও মন্দ কখনও ভাল, এইভাবে ডোরা প্রায় অর্দ্ধ বৎসর রোগ-শয্যায় কাটাইলেন। শেষাবস্থায় তাঁহার মনের শান্তি ববং বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছিল। অবশেষে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, ২৪এ ডিসেম্বর তারিখে, ভগিনী ডোরা প্রশান্তভাবে প্রফুল্লমুখে অমরাবাসে প্রস্থান করিলেন। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পূর্ব্ব বৎসর ডোরা জন্মগ্রহণ করেন, এবং ঈশাখৃষ্টের জন্মদিবসের পূর্ব্বদিন তাঁহার মৃত্যু হয়।

অধিক বলিবার নাই—এই জ্বলন্ত জীবনে উপদেশের অভাব কোথায়? পাঠক ভাই, পাঠিকা ভগিনী, বিলাসিতা ও আলস্য জীবনের অনেক সময় হরণ করিয়াছে—আর নয়! ধর্ম্মভবেকে জীবনের মধ্যে

অনুপ্রবিষ্ট করিয়া আসুন ডোরার পদচিহ্ন অনুসরণ করি। পাঠিকা ভগিনী, আপনার কার্য্যক্ষেত্র সুপ্রশস্ত আর কতকাল কল্পনার সাগরে কর্ণধার বিহীন তরণীর ন্যায় লক্ষ্যহীন জীবনকে ভাসাইয়া লইয়া বেড়াইবেন? উঠুন,—দেখুন আপনারই শ্রেণীস্থ একজন ঈশ্বরের সন্তান কিরূপ প্রদীপ্ত ধর্ম্মভাবে আপনার জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। পাঠক ভাই, রমণীদিগকে অবহেলার পাত্রী করিয়া, সময়ের দোহাই দিয়া তাঁহাদের ক্ষমতার সদ্ব্যবহার হইতে দিতেছেন না—বিশ্বস্রষ্টার ন্যায় বিধানে রমণীর শক্তি পুরুষ অপেক্ষা ন্যূন নহে, ইহা যেন স্মরণ থাকে। রমণীকে সৎকার্য্যে পরিচালিত করিয়া মহত্ত্বের পরিচয় দিন,—ডোরার জীবন দেখিয়া অবনত মস্তকে রমণীর শক্তি সামর্থ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে আরম্ভ করুন—এবং যদি লজ্জিত না হন, তবে রমণী-জীবন হইতে, হে পুরুষ, আপনার কর্ত্তব্য-বিষয়ে শিক্ষালাভ করুন।

সম্পূর্ণ।